ভোরের কাগজ

APR. 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দাদা-দাদীর কবরের পাশে অন্তিম ঠাঁই হলো শিহাবের

বাগেরহাট প্রতিনিধি : অপহরণের পর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার স্কুলছাত্র শিহাবের অন্তিম ঠাঁই হয়েছে দাদা-দাদীর কবরের পাশে। বাগেরহাট জেলা শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে যাত্রাপুরে তাদের গ্রামের বাড়িতে গতকাল বাদ জোহর নামাজে জানাজা শেষে গতকাল তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গত দুদিন ধরে শিহাবের স্বজনেরা ও শত শত মানুষ অপেক্ষা করে ছিল। খণ্ডিত লাশের ময়নাতদন্ত ও ঢাকায় দুদফা জানাজার পর গতকাল ভোর ৬টায় শিহাবের লাশ নিয়ে তার পিতামাতাসহ নিকট স্বজনরা গ্রামের বাড়িতে পৌছান। অপেক্ষমাণ সকলে তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ সময় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দাদা-দাদীর কবরের

● প্রথম পাতার পর

জানাজার আগে প্রায় ৮ঘণ্টা তাদের বাড়ির বারান্দায় শিহাবের কফিন রাখা ছিল। এ পুরো সময়টাই সেখানে মানুষের ঢল অব্যাহত ছিল। পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলোতে ছুটি হয়ে যায়।

শিহাবের পিতা খন্দকার দিলদার আহমেদ মনে করেন মতিঝিল থানা পুলিশের সীমাহীন উদাসীনতা এবং হয়রানিমূলক আচরণের ফলে কালক্ষেপণ না হলে শিহাবের ওই নির্মম পরিণতি হয়তো হতো না। তিনি মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কতিপয় পুলিশের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, শিহাব নিখোঁজ হওয়ার পর সকাল-সন্ধ্যা সমানে ওই থানায় হাজির হয়েও ছয় দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি। তার ভাষায়, শিহাবের মৃত্যুর পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাড়ি পর্যন্ত এলেন- কিন্তু সময় মতো ওই থানার কর্মকর্তার দেখাও পেলাম না। তবে তিনি ঢাকা ডিবি পুলিশের সার্বিক সহযোগিতার প্রশংসা করেন।

তিনি জানান, আজ শুক্রবার বাদ জুমা স্থানীয় মসজিদ ও বাদ আসর নিজ বাড়িতে শিহাবের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মহফিল হবে।